চবির সহকারী অধ্যাপক সাইদুল সাময়িক বরখাস্ত

চবি প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শৃঙ্খলাভঙ্গ, দুর্নীতি ও অসদাচরণের অভিযোগে এক শিক্ষক, এক কর্মকর্তা ও চার কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। শুক্রবার (১ আগস্ট) অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৬২তম সিন্ডিকেট সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সাময়িকভাবে বরখাস্ত হওয়া শিক্ষক হলেন সমুদ্রবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইদুল ইসলাম সরকার। তিনি আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কৃষি ও সমবায়বিষয়ক উপকমিটির সদস্য।

তার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের কুপ্রস্তাব দেওয়া, যৌন হয়রানি, বিভাগের সম্পদ জোরপূর্বক দখল, অফিস রুম দলীয় কাজে ব্যবহার, সহকর্মীদের সঙ্গে অসদাচরণ এবং বিদেশি স্কলারশিপের জন্য মিথ্যা তথ্য প্রদানসহ একাধিক গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এ ছাড়া জুলাইয়ে কোটা সংস্কারবিরোধী আন্দোলনের সময় শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ায় তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেন তারই বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘বিগত বছরে রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে যারা তালা লাগানো, ত্রাস সৃষ্টি ও দুর্ব্যবহারের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তদন্ত শেষে তাদের বিরুদ্ধেই সিন্ডিকেট এই সিদ্ধান্ত নেয়।’

আরো পড়ুন

১৯ রানে জীবন পেয়ে সেঞ্চুরি করে থামলেন ব্রুক

তিনি আরো বলেন, ‘সাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে গঠিত প্রথম তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতেই সাময়িক বরখাস্তের সিদ্ধান্ত হয়।

পাশাপাশি দ্বিতীয় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। ওই কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে তার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।’

সিন্ডিকেট সভায় আরো যাদের সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে, ‘তাদের মধ্যে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার ও নিরাপত্তা প্রধান গোলাম কিবরিয়া। ঠিকাদারদের কাজ পাইয়ে দেওয়ার নামে টাকা নেওয়ার অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে কমিটি গঠন করা হয়েছে।

’

অন্যদিকে যারা কর্মচারী হিসেবে বরখাস্ত হয়েছেন তারা হলেন অ্যাকাউন্টিং বিভাগের নিম্নমান সহকারী তানভীর আহমেদ, ক্রীড়াবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী সায়ন দাশগুপ্ত, শিক্ষকদের ব্যক্তিগত নথি শাখার সহকারী পারভেজ হাসান এবং হিসাব নিয়ামক দপ্তরের উচ্চমান সহকারী মাহফুজুর রহমান।

আরো পড়ুন

কেরানীগঞ্জে থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

চূড়ান্ত শাস্তির বিষয়ে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনের ওপর নির্ভর করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পরবর্তী সিদ্ধান্ত।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে সাইদুল ইসলাম সরকারে সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি কল ধরেননি।